রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ১৮, ২০০২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ই জুলাই ২০০২

নং জ্বালানী (অপাঃ-১)/সিএনজি/বিধি/বিপিসি-২৫/২০০০/৫২৭—স্মারকমূলে জ্বালানী (অপাঃ-১)/সিএনজি/বিধি/বিপিসি-২৫/২০০০/৩১৬, তারিখ ১৬-৭-২০০১ স্মারকে প্রকাশিত সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন ও রূপান্তর কারখানা স্থাপন পদ্ধতি/গাইড লাইন নিম্নোক্তভাবে সংশোধন করা হলো ; যথা ঃ—

সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন ও রূপান্তর কারখানা স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ গাইড লাইন/ পদ্ধতি।

যানবাহনে পেট্রোল ও ডিজেলের পরিবর্তে সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) এর ব্যবহার দেশের পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত সহায়ক। পেট্রোল ও ডিজেল চালিত গাড়ী থেকে বিশেষ করে দুই ষ্ট্রোকবিশিষ্ট বেবীটেক্সি হতে যে পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

অক্সাইড ও সালফার অক্সাইড নির্গত হচ্ছে তা পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি করছে। সিএনজি ব্যবহারে বায়ু দূষণের মাত্রা ন্যূনতম। এর ব্যবহার ব্যয় পেট্রোল ও ডিজেলের ব্যবহার ব্যয় অপেক্ষা অনেক কম। বাংলাদেশে যানবাহনে পেট্রোল ও ডিজেলের বিকল্প হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাস বিশেষ চাপে সংকুচিত আকারে (সিএনজি) ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বৈদেশিক মুদ্রারও সাশ্রয় হবে।

২। সরকারের জাতীয় জ্বালানী নীতিতে সিএনজি ব্যবহার উৎসাহিত করা হয়েছে। সরকার ইতোমধ্যে সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন ও রূপান্তর সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি আমদানী শুল্ক মওকুফ করেছে। সিএনজি কার্যক্রমে নিরাপত্তার (সেফটি) বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই বিবেচনায় সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন ও রূপান্তর কারখানা স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি সুষ্ঠু গাইড লাইন থাকা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে রিফুয়েলিং স্টেশন স্থাপন, পেট্রোল ও ডিজেলচালিত গাড়ী সিএনজিতে রূপান্তর এবং রূপান্তর কারখানা স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত গাইড লাইন প্রণয়ন করা হলো ঃ—

৩। (ক) বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রিফুয়েলিং স্টেশন এবং রূপান্তর কারখানা স্থাপন ও পরিচালনের অনুমোদন প্রাপ্তির জন্য আবেদনপত্রের সাথে নিম্নোক্ত কাগজপত্র পেট্রোবাংলার আওতাভুক্ত কোম্পানী আরপিজিসিএল এর নিকট দাখিলপূর্বক নিবন্ধন পত্র গ্রহণ করতে হবে ঃ

(১) ট্রেড লাইসেন্স।

(২) টি আই এন।

(৩) কারিগরী জ্ঞান/সহায়তা সংক্রান্ত তথ্যাবলী।

(৪) কর্ম/উন্নয়ন পরিকল্পনা।

(৫) জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর নিবন্ধন পত্র (প্রযোজ্য হলে)।

(৬) রিফুয়েলিং স্টেশন/যানবাহন রূপান্তর কারখানা স্থাপনের প্রস্তাবিত স্থান (লে-আউট প্লানসহ)।

(৭) আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির সরবরাহ উৎস ও স্পেসিফিকেশন সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাবলী।

(৮) প্রস্তাবিত রিফুয়েলিং স্টেশন/ রূপান্তর কারখানা স্থাপনের জন্য নির্ধারিত যন্ত্রপাতির গুণগত মান ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রত্যয়ন/অঙ্গীকার পত্র।

(খ) নিম্নোক্ত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে বিস্ফোরক অধিদপ্তর কর্তৃক সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন স্থাপনের লাইসেন্স প্রদান করা যেতে পারে ঃ—

(১) রিফুয়েলিং স্টেশনের যন্ত্রপাতি/স্টোরেজ সিলিন্ডার ইত্যাদি Newzealand/ European Union/USA/Canadian মান সম্পন্ন হতে হবে।

(২) যন্ত্রপাতি আমদানীর পূর্বে বিধিমতে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের অনাপত্তি পত্র গ্রহণ করতে হবে।

(৩) রিফুয়েলিং স্টেশন স্থাপনের পূর্বে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের নিকট হতে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

(গ) নিম্নোক্ত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক সিএসজি রূপান্তর কারখানা স্থাপন ও পরিচালনার লাইসেন্স প্রদান করা যেতে পারে ঃ—

(১) নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধিমালা অনুসরণ, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের নিকট হতে প্রয়োজনীয় অনাপত্তি পত্র গ্রহণ করতে হবে।

(২) আমদানীতব্য যন্ত্রপাতি বিশ্বের খ্যাতনামা কোম্পানী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত হতে হবে। সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে NZS-5454 /European/ USA/Canadian স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলতে হবে।

(৩) সকল আমদানীকৃত যন্ত্রপাতি অটোমোটিভ গ্রেডের হতে হবে।

(৪) রূপান্তরান্তে ইঞ্জিন হতে নির্গত ধোঁয়ার পরিবেশসম্মত মান নিশ্চিত করতে হবে।

(ঘ) সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন স্থাপন ও কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট আমদানীকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিনা শুল্কে কাষ্টমস হতে ছাড়করণের জন্য মন্ত্রণালয় হতে প্রত্যয়নপত্র গ্রহণকালে আরপিজিসিএল এর অনুমোদন এবং বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তিপত্র সংযুক্তিসহ আবেদনপত্রের সাথে নিম্নোক্ত কাগজপত্র অবশ্যই দাখিল করতে হবে ঃ—

(১) আই,আর, সি।

(২) প্যাকিং লিস্ট।

(৩) Invoice এর সত্যায়িত কপি।

(৪) Bill of Lading এর সত্যায়িত কপি।

(৫) আমদানী যন্ত্রপাতি সম্পর্কে Preshipment ইন্সপেকশন এজেন্সী প্রদত্ত প্রত্যয়ন পত্র।

(৬) আমদানীকৃত যন্ত্রপাতি সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন স্থাপন, রূপান্তর ও এতদসংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আমদানীকৃত এবং ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে মর্মে আমদানীকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত হলফনামা (affidavit)।

(৭) আরপিজিসিএল এর অনুমোদন এবং বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তি-পত্রের কপি সংযুক্তিসহ আবেদনকারীর প্রত্যয়নের উপর মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা প্রতিস্বাক্ষর করবেন।

৪। বিদেশী কোম্পানীর সংগে জয়েন্ট ভেঞ্চারে কোন কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করা হলে বিনিয়োগ বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করতে হবে এবং সরকারের বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট বিধানাবলীসহ উল্লেখিত সকল শর্ত প্রযোজ্য হবে।

৫। সিএনজি সংক্রান্ত সরকার প্রদত্ত সময়ে সময়ে ট্যাক্স মওকুফ ও অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্য হবে।

৬। ফিড গ্যাস ও সিএনজির মূল্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত হবে।

৭। সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন স্থাপনের অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুমতি প্রদানের তারিখ হতে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত প্রতি ৬০ (ষাট) দিন অন্তর অন্তর আরপিজিসিএল এর নিকট অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

৮। আরপিজিসিএল উল্লিখিত সকল স্থাপনা সময় সময় পরিদর্শনপূর্বক কাজের গুণগত মান নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগীতা প্রদান করবে।

৯। সরকার আলোচ্য গাইড লাইন প্রয়োজনে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করতে পারবে।

মোঃ আবদুর রহমান
যুগ্ম-সচিব (প্র/অপাঃ)।

মোঃ সারোয়ারুজ্জামান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।